দৈনিক
খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 15 • Date : 15th Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা - ১৫ • তারিখ - ৩১ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

ভরা বাজারে মন্ত্রীর স্বামীকে বেধড়ক মার! বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর

ভরা বাজারে প্রকাশ্যে রাজ্যের মন্ত্রীর স্বামীর উপর হামলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার খাতড়া শহরে। শুক্রবার রাতে দাসের মোড় এলাকায় রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডিকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের দিকে আঙুল তুলেছে তৃণমূল।

সূত্রের খবর, ঘটনার পর স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও পুলিশ গিয়ে তুহিন মান্ডিকে উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তুহিন মান্ডি খাতড়া থানায় স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ইতিমধ্যে চারজন বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এ নিয়ে সরব হয়েছেন মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। তিনি বলেন, "আমার স্বামী রাজনীতি করেন না, তিনি একজন সরকারি কর্মী। তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিশানা করে এই হামলা চালানো হয়েছে। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে খাতড়ার শান্ত পরিবেশ অশান্ত করতে চাইছে"। অভিযোগ, বিজেপি নেতা শান্তনু সিংহের নেতৃত্বেই হামলা চালানো হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তুহিন মান্ডির একটি হাতে আঘাত লেগেছে। পিঠেও লাঠির চোট রয়েছে। ইতিমধ্যেই এক্স-রে করা হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মন্ত্রীর স্বামীর আচরণে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। তুচ্ছ ঘটনা থেকেই এই গন্ডগোলের সূত্রপাত। আমাদের কর্মীরা কেউ মারধর করেনি। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে"। তবে রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে খাতড়া শহর জুড়ে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের পাঁচটি স্লুইলিসগেট তৈরীর কাজ পরিদর্শনে মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া

খোঁজখবর, কল্যাণ মন্ডল , ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর : ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের পাঁচটি স্লুইলিসগেট করে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের কাজের গতি বাড়াতে ধমক দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া। রাজ্য বাজেটে 500 কোটি টাকা বরাদ্দের পর বেশ কয়েক মাস ধরেই তৈরি হচ্ছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের পাঁচটি স্লুইলিসগেট তৈরীর কাজ। স্লুইলিসগেট তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে ঘাটালে শিলাবতী ও দাসপুরের রূপনারায়ণ নদীর উপর। আজ সেই পাঁচটি স্লুইলিসগেট তৈরীর কাজ পরিদর্শন করেন শেষ দপ্তরের আধিকারিকরা প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। কাজের গতি বাড়াতে ধমক দিলেন জল সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী, দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মনীষ জৈন, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস ও একাধিক আধিকারিক। পরিদর্শন শেষে ঘাটালে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করবেন বলে জানা যায়।

হাওড়া-য় সিভিক ভলেন্টিয়ারকে কান ধরে ওঠবোসের ঘটনায় ক্লোজ ওসি,গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া: সিভিক ভলান্টিয়ার-কে কান ধরে ওঠবোস! হাওড়া গ্রামীণ জেলার উদয়নারায়ণপুরে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে কানধরে ওঠবোস করানোর অভিযোগ!আর এই ঘটনায় শনিবার উদয়নারায়ণপুরের পেঁড়ো থানার ওসি তন্ময় কর্মকারকে ক্লোজ করা হল।সূত্রের খবর,সিভিককে কানধরে ওঠবোস করানোর মতো ঘটনা ওসি জানতেন না? জানলেও কেন পদক্ষেপ নেননি? ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।জানা গেছে,গত ১১ জুন মুখ্যমন্ত্রীর নামে গালিগালাজ করায় পেঁড়ো থানার সিভিক ভলান্টিয়ারকে কোমরে দড়ি বেঁধে কান ধরে ওঠবোস করানোর অভিযোগ তৃণমূলের এর পর চার পাতায়

মহেশতলা কান্ডে বদলি পুলিশের দুই আধিকারিক

খোঁজ খবর, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা : মহেশতলায় অশান্তির মাঝেই এবার রাজ্য পুলিশের রদবদল। রবীন্দ্রনগর থানার আইসি বদল করা হয়েছে। মহেশতলার এসডিপিও-কে বদল করা হল।তবে এটা রুটিন বদলি বলে সাফ জানানো হলো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তরফে।এতদিন রবীন্দ্রনগর থানার আইসি ছিলেন মুকুল মিয়া। তাঁকে দার্জিলিংয়ে পাঠানো হয়েছে। রবীন্দ্রনগর থানার নতুন আইসি হলেন রতুয়ার সার্কেল ইন্সপেক্টর সুজন কুমার রায়। মহেশতলার বর্তমান এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লাকে এসিপি থার্ড ব্যাটেলিয়ানে বদলি করা হয়েছে। এসডিপিও হচ্ছেন রবীন্দ্রনগরের প্রাক্তন আইসি রেজাউল কবির। প্রসঙ্গত, গত বুধবার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় মহেশতলায়। ওইদিন সকালে আক্রা সন্তোষপুর এলাকায় ফলের দোকান বসানো নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। প্রথমে বচসা। পরে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। একাধিক বাড়ির ছাদের উপর থেকে ঢিল ছোঁড়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ-সহ পুলিশের শীর্ষকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। উন্মত্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে।শুরু হয় পাথর বৃষ্টি। রবীন্দ্রনগর থানা লাগোয়া এলাকায় একটি বাইকেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।পুলিশের গাড়ি ও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় ব্যাফ। কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়া হয়। মৃদু লাঠিচার্জও করা হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখম হন। ওই অশান্তির রেশ কাটতে না কাটতেই পুলিশের বদলি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। যদিও পুলিশের দাবি, এটা রুটিন বদলি।এর সঙ্গে মহেশতলার দুই গোষ্ঠীর অশান্তির কোনও সম্পর্ক নেই।শনিবারই দুই পুলিশ আধিকারিক তাদের নতুন দায়িত্ব বুঝে নেন

চেনা যাচ্ছে না দেহ, শুধু অপেক্ষা! আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পরে কান্না আর ডিএনএ পরীক্ষার ভরসায় স্বজনেরা

চেনা যাচ্ছে না দেহ, শুধু অপেক্ষা! আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পরে কান্না আর ডিএনএ পরীক্ষার ভরসায় স্বজনেরা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দেহ, দলা পাকানো দেহাংশ—কে যাত্রী, কে মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের আবাসিক, আর চেনার উপায় নেই। দাহ্য ধ্বংসস্তূপ থেকে যা উঠে এসেছে, তা শুধু অস্পষ্ট দেহাবশেষ। বৃহস্পতিবার আমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর চরম আতঙ্ক আর দুঃখের ছবি ধরা পড়ছে সিভিল হাসপাতালের ওয়েটিং হল এবং মর্গের সামনে।

পরিবার-পরিজনেরা আজ শুধু অপেক্ষায়। কবে ডাক আসবে—ডিএনএ নমুনা মেলানোর পর, প্রিয়জনের 'বডি' বুঝে পাওয়ার আশায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সব দেহ শনাক্ত করতে অন্তত ৭২ ঘণ্টা সময় লাগবে।

রশিদ প্যাটেল জানালেন, তাঁর ভাইপো প্রথমবার বিদেশ যাচ্ছিল পড়াশোনার জন্য। বয়স মাত্র ২৫। বাড়ি ভারুচে। কান্না চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে রশিদ বললেন, "দেহটা না দেখে চিৎকার করতেও পারছি না"।

একই অভিজ্ঞতা সাহিলের মায়ের। ছেলের দেহ শনাক্তের জন্য রক্তের নমুনা দিয়েছেন ব্লাড কালেকশন সেন্টারে। পায়েল কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে খুঁজছি মা আর ছোট ভাইঝিকে। দুজনেই ছিলেন হাসপাতালের আবাসিক ফ্ল্যাটে। বিমানটি সেখানেই ভেঙে পড়ে। সব শেষ"।

বিজে মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে ভেঙে পড়ে ড্রিমলাইনার বিমানটি। হস্টেলের ট্রেনি ডাক্তার, হাসপাতাল স্টাফ, তাঁদের পরিবারের সদস্য—সবার জীবনে আচমকা নেমে আসে মৃত্যুর ছায়া। বিস্ফোরণে আগুন ধরে যায়, মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বহু জীবন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন পর্যন্ত মোট ২৬৫টি দেহ এসেছে আমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে। এর মধ্যে মাত্র ছ'জনের পরিচয় নিশ্চিত করা গেছে—তাঁদের মুখ অক্ষত থাকায়। বাকি দেহগুলি এতটাই ঝলসে গিয়েছে যে আত্মীয়দের পক্ষে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাই ডিএনএ পরীক্ষার উপরই নির্ভর করে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া।

পুলিশ ইনস্পেক্টর চিরাগ গোসাই জানিয়েছেন, "প্রথমে আত্মীয়দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, তারপর ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। নমুনা যাচাইয়ের পর যাঁর সঙ্গে ম্যাচ হবে, তাঁকেই প্রিয়জনের দেহ হস্তান্তর করা হবে"।

এখন সবার অপেক্ষা, কখন নাম ধরে ডাক আসবে। সেই ডাক শোনার জন্যই সিভিল হাসপাতালের করিডরে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য স্বজনহারা মানুষ। চোখে অশ্রু, বুকে ক্ষত আর হৃদয়ে একটাই প্রশ্ন—এই কষ্টের শেষ কবে?

বর্ধমানে রক্তদানের মহোৎসব:

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বিশাল শিবির

বর্ধমান: সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এলো বর্ধমান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। তাদের উদ্যোগে আগামী ১৫ই জুন, ২০২৫, রবিবার, আয়োজিত হতে চলেছে এক বৃহৎ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শিবিরটি অনুষ্ঠিত হবে টাউন হল ময়দানে।

এই মহতী কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, মানুষের প্রাণ রক্ষায় রক্তের সংকট মেটানো এবং সমাজে রক্তদানের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তুলতে রাজ্য ও কেন্দ্রের একাধিক বিশিষ্ট জন প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিত থাকবেন: শ্রী স্বপন দেবনাথ, মাননীয় মন্ত্রী, পঃ বঃ সরকার,

শ্রী কীর্তি আজাদ, মাননীয় সাংসদ সদস্য (লোকসভা),

শ্রী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সভাধিপতি, জেলা পরিষদ, শ্রীমতি গার্গি নাহা, সহ-সভাধিপতি, জেলা পরিষদ শ্রী পরেশ চন্দ্র সরকার, পৌরপতি, বর্ধমান পৌরসভা শ্রীমতি মৌসুমি দাস, উপ-পৌরপতি, বর্ধমান পৌরসভা শ্রীমতি শম্পা ধাড়া, মাননীয়া বিধায়িকা, রায়না বিধানসভা শ্রী দেবাশীষ কুমার, মাননীয় বিধায়ক ও সভাপতি, সঃ কলকাতা শ্রী খোকন দাস, মাননীয় বিধায়ক, বর্ধমান দক্ষিণ শ্রী নিশিথ মালিক, মাননীয় বিধায়ক, বর্ধমান উত্তর শ্রী নবীন চন্দ্র বাগ, মাননীয় বিধায়ক, খন্ডঘোষ শ্রী নেপাল ঘড়ুই, মাননীয় বিধায়ক, গলসী শ্রী অলোক মাঝি, মাননীয় বিধায়ক, জামালপুর শ্রী অভেদানন্দ থান্ডার, মাননীয় বিধায়ক, আউসগ্রাম উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে, সকলে যেন এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন ও এই উদ্যোগকে সফল করে তোলেন। আপনার একটি ব্যাগ রক্তই কারও জীবন বাঁচাতে পারে।

সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই মহৎ উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানানো হচ্ছে।

হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গা পুজোর যবনিকা উন্মোচন হল

পারিজাত মোল্লা কলকাতা, হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবে শনিবার খুঁটি পুজোর মাধ্যমে শরৎকালীন উৎসবের সূচনা করা হল। তাদের অগ্রণী প্যান্ডেল থিম এবং প্রভাবশালী সামাজিক উদ্যোগের জন্য হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব শহরের দুর্গোৎসব সূচিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হিসেবে স্থান অর্জন করেছে।

এই বছর পুজোর ৮৩ তম সংস্করণ, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তির ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফিরহাদ ববি হাকিম, কলকাতার মাননীয় মেয়র; শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; শ্রী দেবাশীষ কুমার, বিধায়ক; শ্রীমতি দর্শনা বণিক, অভিনেত্রী; শ্রী কার্তিক ব্যানার্জি, সমাজকর্মী; হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সায়ন দেব চ্যাটার্জী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব দুর্গাপুজোর সূচনা বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে এবং ঢাকীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর, উৎসবটি জাঁকজমক এবং সৃজনশীলতার সাথে ৮৩ তম সংস্করণে প্রবেশ করছে, যা সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

মিডিয়ার সাথে কথা বলতে গিয়ে, হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সায়ন দেব চ্যাটার্জী বলেন, "প্রতি বছর আমরা কেবল নতুনত্ব আনার চেষ্টা করি না, বরং অনুপ্রাণিতও করি। আমাদের ৮৩ তম বছরটি শৈল্পিক উৎকর্ষতার সাথে আরও গভীর সাংস্কৃতিক আখ্যানের মিশ্রণ ঘটাবে। প্রস্তুতি এখন পুরোদমে শুরু হওয়ার সাথে সাথে, হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব মন্ত্রমুগ্ধকর শৈল্পিকতা, সাংস্কৃতিক প্রকাশ এবং সম্প্রদায়ের বন্ধনের আরও একটি মরশুমের প্রতিশ্রুতি দেয়। আমরা নিশ্চিত যে এই বছরও মানুষ আমাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে।" তিনি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সকলকে পুজোয় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে কালনা মহকুমা হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে শনিবার কালনা মহকুমা হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন সমন্বয় কমিটি। তীব্র গরম ও হাসপাতালগুলিতে রক্তের সংকট মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপার চন্দ্রশেখর মাইতি, সহকারী সুপার গৌতম বিশ্বাস, সাব মেজর নরেশ চন্দ্র দাস সহ বিশিষ্টজনেরা। শিবিরে মোট ৫০ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তাদের তরফে সুভাষ বসাক জানান, "১৪ই জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। সেই উপলক্ষেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। গরমের সময় রক্তের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি হয়, তাই এই সময় এমন উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়"।

রক্তদান শিবির ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই উদ্যোগে চিকিৎসা পরিষেবায় বড়সড় সহায়তা মিলবে বলে আশাবাদী আয়োজকরা।

এই সুযোগকে তোমরা এই দু পায়ে আঁকড়ে ধরার পরামর্শ দেন পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) অর্ক বন্দোপাধ্যায়

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় , আউশগ্রাম, ১৪ জুন - পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে আউশগ্রাম থানার পরিচালনায় ছোড়া ফাঁড়ির তত্বাবধানে শনিবার বিনামূল্যে আদিবাসী ছেলেদের নিয়ে পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্থায়ী ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনে এসে পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) অর্ক বন্দোপাধ্যায় বলেন, আমার মনে হচ্ছে আমি কোনো ফুটবল মাঠে দাঁড়িয়ে নেয়, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এই সমস্ত তরুন ও শিশুদের স্বপ্নের দৌরগৌরাই।এই সুযোগকে তোমরা এই দু পায়ে আঁকড়ে ধরো। ফুটবল শুধু মাত্র নিছকই একটা খেলা নয়, ফুটবল জীবনের শিক্ষকও।এই খেলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা , নিয়মানুবর্তিতা , সর্বোপরি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাল না ছাড়ার যে মানসিকতা এগুলো শিখতে পারি।ফুটবল খেলে শুধু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয় ।চরিত্র গঠনেরও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।ফুটবল প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি দৃঢ় ইতিবাচক চরিত্রের এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে তোমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও।

এদিন ছোঁড়া ফাঁড়ির পাশে বারাসতির ডাঙ্গায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জার্সি উদ্বোধন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) অর্ক বন্দোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন ডিএসপি (প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা) সুব্রত মন্ডল, আউশগ্রাম আইসি শান্তনু অধিকারী,ওসি ছোড়া ওসি রাহুল দাস,ওসি গুসকরা বিশ্বনাথ দাস ও এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোচ দিনেশ হাঁজদা ও পার্থ টুডু। পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, শুরুতে ৩৩ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে পথ চলা শুরু করলো এই প্রশিক্ষণ শিবির।প্রত্যেক খেলোয়াড়কে জার্সি ও জুতো দেওয়া হয় এদিন।সপ্তাহে দুদিন শনিবার ও রবিবার বিকালে এই ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।সমস্ত খরচ বহন করবে পুলিশ প্রশাসন।আউশগ্রাম মূলত জঙ্গলমহল অধ্যুষিত এলাকা সেখানে পুলিশ প্রশাসনের এহেনো উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনার পর তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে দুটি টিমের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।গোলে বল মেরে প্রদর্শনী ফুটবল খেলার সূচনা করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দোপাধ্যায়।এই খেলা দুই এক গোলে প্রশিক্ষণ শিবিরের ছেলেদের মধ্যে খেলাটি শেষ হয়।জয়ী ও বিজয়ী দলকে খেলার শেষে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

সেহারা বাজারে মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে ভয়াবহ আগুন, আহত ৪

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের সেহারা বাজারে সাত সকালে মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গ্যাসের পাইপ লিক করেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। আগুনে ঝলসে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন দোকান মালিক সহ মোট চারজন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেহারা বাজার বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে একটি মিষ্টির দোকানে প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে মিষ্টি তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই গ্যাস লিক করে আগুন ধরে যায় দোকানের ভাটি শালায়। আগুনের তাপে মুহূর্তেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে দোকানটি। আগুনে

দগ্ধ হন দোকান মালিক সহ আরও তিনজন কর্মী। স্থানীয়রা এবং সেহারা বাজার ফাঁড়ির পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায় এবং আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আপাতত সকলেই চিকিৎসাধীন।

ঘটনার পর থেকে গ্যাস লিকের উৎস নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, ওই ভাটি শালাতেই অন্য একটি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস ভরা হচ্ছিল, যার ফলে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে আগুন লাগে। আবার কারও মতে, গ্যাস পাইপে লিক থাকায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দোকান ও আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক এখনও ছড়ানো।

প্রচন্ড গরমে সুস্থ্য থাকার টিপস দিলেন দিদি নাম্বার ওয়ান

হুগলি: প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হওয়া,পানীয় জল বেশি করে পান করা,রেস্তরাঁর খাবার একদম নয়।গরমে সুস্থ থাকতে এরকম একাধিক টিপস দিলেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রীষ্মের গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা।দিনের বেলায় বাইরে থাকা দায়। বাধ্য হয়ে যার বাইরে বের হচ্ছেন তাদের অবস্থা ঘেমে নেয়ে একসা।চরম অস্বস্তির শিকার হতে হচ্ছে আট থেকে আশি সকলকেই। যদিও মাঝে মধ্যে হালকা মেঘের দেখা মিলছে কিন্তু বৃষ্টির দেখা নাই।এরকম অস্বস্তিকর অবস্থা আর কতদিন চলবে তার পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তর এখনো দেয়নি। তাই যতদিন না বৃষ্টি হয়,আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় এবং তীব্র দাবদাহ না কমা পযন্ত সাবধানতা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন চিকিৎসক রাও।

শনিবার চুঁচুড়ায় এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গরমে সুস্থ্য থাকতে কি করতে হবে ? প্রশ্ন করা হয় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দিদি নাম্বার ওয়ান বলেন,ঘর থেকে কম বেরোলে ভালো হয়।প্রয়োজন না হলে বেরোনোর দরকার নেই।জল বেশি করে খাওয়া,তেল ঝাল মশলাদার খাবার চলবে না।হালকা খাবার খেতে হবে।রেস্তোরাঁর খাবার খাওয়া চলবে না।গরম তো জীবনের অংশ হয়ে গেছে কি করা যাবে। আমি নিজে খাবারের ব্যাপারে খুবই সচেতন।সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কিছু খাওয়া চলবে না।এটা মানুষ যত তাড়াতাড়ি বুঝবে তত ভালো থাকবে।

উচ্চ মাধ্যমিকের পর মেডিকেলে ভর্তির নিট পরীক্ষাতেও টপার বর্ধমানের রুপায়ন

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় বর্ধমান ১৪ জুন : উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম হবার পর এবার মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষাতেও তাকলাগানো রেজাল্ট করলো বর্ধমানের রুপায়ন পাল। মেডিকেল নিট পরীক্ষায় দেশে কুড়িতম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি রুপায়ন রাজ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রুপায়নের এই সাফল্যে তাঁর পরিবার পরিজনের পাশাপাশি গর্বিত বর্ধমানবাসী।

২০২৫ শের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের বিচারে রাজ্যে প্রথম হয় বর্ধমান সি এম এস হাই স্কুলের ছাত্র রুপায়ণ পাল। মোট ৫০০ নম্বরের পরীক্ষায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৪৯৭। শতাংশের নিরিখে ৯৯.৪ শতাংশ। এবার সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় দেশে কুড়িতম এবং রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রুপায়ন সাড়া ফেললো। রাপায়ন এদিন জানান,তাঁর এই সাফল্যের পিছনে তাঁর বাবা, মা ও শিক্ষকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়েই পড়তে চান বলে রুপায়ন জানিয়েছেন। তিনি এও জানিয়েছেন,দিল্লি এইমসে তিনি ভর্তি হতে চান। সেখানে শিক্ষা শেষ হবার পর বাংলাতেই ফিরে আসার ইচ্ছের কথা রুপায়ন শুনিয়েছেন।

রুপায়নের বাবা-মা, দু'জনেই ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক।তাঁরা ছেলের পড়াশোনাতে সাহায্য করেছেন।পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম কৃতী ছাত্র রুপায়ন বরাবরই মেধাবী। স্কুলের পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিও সে নিত।রূপায়ণের অধিকাংশ সময় বইয়ে মুখ গুঁজে কাটত ঠিকই, কিন্তু সুযোগ বুঝেই টুঁ মারত গোয়েন্দা গল্পের দুনিয়ায়। অবসরে চোখ রাখত খেলার চ্যানেলেও। ভিন্ন ভিন্ন জগতের দুনিয়ায় মগ্ন থেকেও কৃতী রুপায়নের স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার।সেই স্বপ্ন পূরণের দিকে আরো এক ধাপ এগোল বাংলা মাধ্যমের ছাত্র রূপায়ণ।

মাংসের বিকল্প 'গোল্ডপ্রো' এবার পশ্চিমবঙ্গের বাজারেও

পারিজাত মোল্লা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশবান্ধব খাদ্যপণ্যের বাজারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে ভারতের শীর্ষস্থানীয় সোয়া-ভিত্তিক খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থা ভেগান প্রো নিউট্রিয়েন্টস প্রাইভেট লিমিটেড। সংস্থার প্রধান ব্র্যান্ড "গোল্ডপ্রো"-কে কেন্দ্র করে তারা এবার এ রাজ্যেও ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।ইন্দোর-ভিত্তিক এই সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক মানের সোয়া টিভিপি, সোয়া চাঙ্কস, মিনি চাঙ্কস ও সোয়া গ্র্যানিউলস তৈরি করে আসছে। 'গোল্ডপ্রো' ব্র্যান্ডের প্রতিটি পণ্য রাসায়নিকমুক্ত, উচ্চ প্রোটিন ও ফাইবারযুক্ত, যা মাংসের স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।সংস্থার মতে, পশ্চিমবঙ্গের সোয়া খাদ্যপণ্যের বাজারের সম্ভাব্য মূল্য ৭০০–৮০০ কোটি টাকা, যা পূর্ব ভারতের মোট বাজারের বড় অংশ। এখানে এখনও ব্র্যান্ড ভিত্তিক বিকল্পের ঘাটতি রয়েছে, যা 'গোল্ডপ্রো'-র জন্য একটি বড় সুযোগ।ভেগান প্রো রাজ্যে একটি আঞ্চলিক ডিস্ট্রিবিউশন হাব তৈরি করবে এবং স্থানীয় হোলসেলার, রিটেলার ও ফুড ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে কাজ করবে। এছাড়াও, কোম্পানিটি স্থানীয় স্বাদের প্রতি সংবেদনশীল থেকে লোকালাইজড মার্কেটিং ও শিক্ষামূলক প্রচার চালাবে।

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ভেগান প্রো ইতিমধ্যেই পাস্তা, ৩ডি পাপড় এবং সোয়াভিত্তিক সেমাই বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে। সংস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ প্রতিনিয়ত নতুন উদ্ভাবনে ব্যস্ত। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবি পাটওয়া বলেন, "আমাদের লক্ষ্য এমন খাদ্য তৈরি করা, যা শুধু স্বাস্থ্যকর নয়, বরং পরিবেশবান্ধব ও বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত। গুণমান, স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবনই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুপ্রেরণা দেয়।"সংস্থার ম্যানেজার অমিতাভ মণ্ডল জানান, "আমরা পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র ব্যবসা করতে আসিনি। একটি সুসংগঠিত, শিক্ষামূলক এবং স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক উদ্যোগ গড়তে চাই। এই এলাকা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে রায়নায় অনুষ্ঠিত হলো সদর সাউথ সাব ডিভিশনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, রায়না :- পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে বর্ধমান সদর সাউথ সাব ডিভিশনের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো রায়না-১ ব্লকের বিডিও অফিসের সভাকক্ষে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর সাউথের এসডিপিও অভিষেক মন্ডল, সিআই (সি) তপন কুমার বসাক, সিআই (বি) বিশ্বজিৎ মন্ডল, রায়না-১ ব্লকের বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত, রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষ, খণ্ডঘোষ থানার ওসি অনুপ দে, মাধবডিহী থানার ওসি সুব্রত মন্ডল এবং জামালপুর থানার ওসি কৃপা সিন্ধু ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

এসডিপিও (সদর সাউথ) অভিষেক মন্ডল জানান, সদর সাউথ সাব ডিভিশনের অন্তর্গত পাঁচটি থানার মধ্যে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত মোট ৩৫ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে সম্মান জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের আরও উৎসাহ দেওয়া যাতে তারা ভবিষ্যতে আরও মনোযোগ সহকারে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে এবং রাজ্য ও দেশের গর্ব হয়ে উঠতে পারে।

অনুষ্ঠানে বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত বলেন, "আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বলবো—কৃতিত্ব ধরে রাখতে হলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে। তার সঙ্গে শরীরচর্চাও করতে হবে, কারণ সুস্থ দেহেই সুস্থ মন বাস করে।" তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "গীতা পাঠের সঙ্গে খেলাধুলাও করতে হবে"— অর্থাৎ পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছালো যে, কৃতিত্বের সম্মান শুধু তাৎক্ষণিক নয়, ভবিষ্যতের সাফল্যের পথও তৈরি করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিথিভোজের মধ্য দিয়ে জন্মদিনে বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা,উলুবেড়িয়া: বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিড ডে মিলের পাশাপাশি তিথিভোজনের আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন, সহানুভূতি ও ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার এক অভিনব প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।এই ধারাবাহিকতায় শনিবার একটি বিশেষ তিথিভোজের আয়োজন করা হয় উলুবেড়িয়া-১ ব্লকের ঘরসলপ কনভার্টেড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের ছাত্র অর্ক তার দশম জন্মদিন উপলক্ষে তার বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে এই আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করে নেয়। তার বাবা, অনুপ কুমার মন্ডল, যিনি ওই বিদ্যালয়েরই সহকারী শিক্ষক, নিজেই এই তিথিভোজ কর্মসূচির আয়োজক ছিলেন। অনুষ্ঠানটি ছিল হৃদয়স্পর্শী ও আনন্দময়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, মিড ডে মিলের ডেটা এন্ট্রি কর্মী মোহাম্মদ ফিরোজ , পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শেখ মুরাদ আলী, উলুবেড়িয়া উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরজ মন্ডল, সুবিমল দত্ত, শিক্ষক দিব্যেন্দু বাবু সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাবন্ধুরা। শিশুদের মুখে হাসি ও আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। কেক কাটা, খাওয়া-দাওয়া এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণটি যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক বলেন, "তিথিভোজের মতো মানবিক উদ্যোগ শিশুদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। অর্ক ও তার পরিবারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এমন উদ্যোগ অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।" এই ধরনের তিথিভোজ শুধু শিশুদের জন্য এক আনন্দের উপলক্ষ নয়, বরং এক মূল্যবান সামাজিক পাঠভাগ করে নেওয়ার, ভালোবাসার এবং একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকার।

বিশেষ নিবন্ধ

যুদ্ধে বহুতল বাড়ি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানে দেশ ও রাজ্যে শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও বহুতল বাড়ির আধিক্য বাড়ছে । ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে বড়ো বড়ো ফ্ল্যাট। কোথাও শোনা যাচ্ছে না মাটির তলায় ঘর বা বাঙ্কার তৈরি হচ্ছে। কোনো দুটি পরস্পর দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে সবচেয়ে বিপদে থাকেন সেই দেশের বহুতল বা ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দারা। বহুতল যদি আকাশচুম্বি সুউচ্চ হয়, তবে শত্রুদেশের বিমানহানায় সমস্ত বহুতল নিশানা করতে সুবিধা হয়। যুদ্ধ সংঘর্ষ লিপ্ত দেশে প্রথমেই ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। বহুতল বাসিন্দাদের নাজেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। উপরের ট্যাঙ্কে জল উঠেনা। জেনারেটর তেলের আকালে অচল হয়ে যায়। আক্রান্ত হলে সাইরেনের শব্দেও বহুতলের বাসিন্দারা সহজে রাস্তার উপর বেরিয়ে আসতে পারেন না। লিফ্ট কাজ করেনা। আজকাল দেশের অধিকাংশ হাসপাতাল, কর্মক্ষেত্র বহুতলে রয়েছে। ২০২২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি সময় থেকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে । ইউক্রেন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত আজ। সীমাহীন মানব সংকট তৈরি হয়েছে ওই দেশে। বহুতলগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত। পথঘাট, রেলপথ, সমুদ্রপথ, বিদ্যুৎকেন্দ্র বিপর্যস্ত। বন্যপ্রাণী নেই। জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। খাদ্য ও জলের হাহাকার চতুর্দিকে। ১৯৯১ সালের আগে অবধি রাশিয়া ও ইউক্রেন একটাই দেশ ছিল। ১৯৯১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে রাশিয়া সহ পৃথক পনেরোটি দেশ তৈরি হয়। যার অন্যতম একটি ইউক্রেন। ইউক্রেন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হতে চাওয়ায় দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং পরিশেষে যুদ্ধ বাঁধে। ইউক্রেনে বাঙ্কার বহু নাগরিক ও সে দেশের সেনাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।। দিনকাল যা হয়ে উঠেছে দেশে বহুতল বাড়ির চেয়ে মাটির গভীরে বাঙ্কারের বেশি প্রয়োজন। যুদ্ধে ঘরের তক্তাপোষ পালঙ্ক ও টেবিলগুলো প্রাণ বাঁচাতে খুব সহায়ক হয়। আজকাল ঘরে ঘরে তক্তাপোষ, পালঙ্ক প্রায় উঠেই গিয়েছে । জায়গা নিয়েছে চারদিকে কাঠ দিয়ে মোড়া আধুনিক ডিভান। আকাশ থেকে রকেট লঞ্চারে ঘর আক্রমণ হলে ডিভানের তলায় ঢোকা অসম্ভব। অথচ পালঙ্ক, তক্তাপোষ, টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণ রক্ষা হয়। সম্প্রতি আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় বহুতল বাড়িটি বাধা না হলে হয়তো কিছু যাত্রী প্রাণে রক্ষা পেতেন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশ ও রাজ্যে বাঙ্কার প্রয়োজন হয়। বহুতল নয়।

মুকুন্দপুরে শঙ্কর নেত্রালয় চোখের আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য নুতন প্রযুক্তির উদ্বোধন করলো। ছবি - পারিজাত মোল্লা

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন - 9775728465

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
সম্পাদকীয় দপ্তর
1495 মাদুরদহ,কোলকাতা-700107
মোবাইল নাম্বার 9874641563

কুলতলির দেউলবাড়িতে আবার পায়ের ছাপকে ঘিরে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ

খোঁজ খবর, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি : আবার সুন্দরবনের কুলতলিতে বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে এবার আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হলো। লোকালয়ে আবার বাঘের আতঙ্কে গ্রামবাসীরা।শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি দেবীপুর পঞ্চায়েতের দেউলবাড়ি গ্রামে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামে বাঘ ঢুকেছে সন্দেহ করে তাঁরা খবর দেন কুলতলি থানায় এবং চিতুরি বিট অফিসে।খবর পেয়ে দেউলবাড়ি গ্রামে যায় চিতুরি বিট অফিসের কর্মীরা এবং কুইক টাইগার রেসকিউ টিমের কর্মীরা।বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বনকর্মীরা নিশ্চিত হন, ঝোপের মধ্যেই বাঘটি লুকিয়ে রয়েছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন,সাধারণত বছরের এই সময়ে বাঘ লোকালয়ে ঢোকে না। বনকর্মীদের অনুমান,সম্ভবত নদী পেরিয়ে বাঘটি ভুল করে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে।এদিকে বাঘের উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশে পাশের এলাকা থেকে মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন। গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য কুলতলি থানার পুলিশ এলাকা ঘিরে রেখেছে।বনদপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে,বাঘটি যাতে লোকালয়ের ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে, তার জন্য এলাকার চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে।কুলতলি থানার পুলিশ এদিন মাইকে স্থানীয় মানুষদের সতর্ক করেন। বিশেষত ঝোপ বা নির্জন এলাকায় না যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।এখনো এলাকায় টহল আছেন বনকর্মী ও পুলিশ কর্মীরা।বাঘটিকে নিরাপদে জঙ্গলে পাঠাতে তৎপর হয়েছে বনদপ্তর।তবে বারবার বাঘ লোকালয়ে আসছে কেন তা নিয়েই সন্দিহান বন দফতর।

ক্লোজ ওসি,গ্রেফতার ২

এক পাতার পর

কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ১৩ তারিখ সেই ঘটনার ভিডিও সামনে আসে। তবে ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'দৈনিক খোঁজ খবর পত্রিকা। ভিডিওতে শ্রীধর ছাড়া আর যাঁদের দেখা যাচ্ছে তাঁদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছে পুলিশ। ভিডিও দেখে গতকাল রাজু গায়েন ও লালু ওরফে অভিজিৎ চক্রবর্তীকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।লালু বিজেপির উদয়নারায়ণপুর ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি। তাঁর দাবি, "আমি শুনেছি ওই সিভিক ভলান্টিয়ার মদ্যপ অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসকে গালিগালাজ করছিল। তখন কয়েকজন ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে, আমার নাম বলিয়ে নেয়। যেন আমিই ওকে বলতে বলেছি। আমাকে হেনস্থা করতেই এই কাজ করানো হয়েছে।"বসন্তপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি হাসান সামিউল্লাহ জানিয়েছেন, রাজনীতি জড়িয়ে লাভ নেই। এই ঘটনার সময় স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়ে কেউ ছিল না। তাঁর দাবি, ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভও ছিল। সেই কারণেই মারধর করেছে। তিনি আরও জানান, "যদি ওই সিভিক ভলান্টিয়ার বিজেপি নেতার নাম বলে, তাহলে ওই বিজেপি নেতারও শাস্তি হওয়া উচিত এই ঘটনার পরে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। একইসঙ্গে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগ ওঠায় তাঁকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ARO Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India

Analysts, Research & Movement on

- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465